অঙ্গনা ভট্টাচার্য্য
প্রযোজিত

সুদূর নীহারিকা

পরিচালনা • সুশীল মুখার্জী
সংগীত • মানবেন্দ্র

অঙ্গনা সুর সঙ্গমের প্রথম নিবেদন

সুদূর নীহারিকা

প্রযোজনা : **অঙ্গনা ভট্টাচার্য্য**

কাহিনী : **ডাঃ বিশ্বনাথ রায়।** চিত্রনাট্য সংলাপ ও গীত : **শ্যামল গুপ্ত।** পরিচালনা : **সুশীল মুখার্জী।** সংগীত : **মানবেন্দ্র।**

প্রাথমিক কাহিনী পরিবর্ধন : অজন্তা ব্যানার্জী॥ আলোকচিত্র পরিচালনা : কানাই দে॥ চিত্রগ্রহণ : মধু ভট্টাচার্য্য॥ শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরাণী॥ সম্পাদনা : সন্তোষ গাঙ্গুলী॥ শিল্পনির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র॥ দৃশ্য সংগঠন : গুপী সেন॥ দৃশ্যপট : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য॥ কর্মসচিব : কমল সেন॥ সংগীতগ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়॥ সহকারী : বলরাম বারুই॥ আবহ সংগীত ও শব্দপুনর্যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়॥ ব্যবস্থাপনা : সুকুমার বসু : সাজসজ্জা : শের আলি ও দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই॥ কেশবিন্যাস : ফরহাদ হুসেন ও লেডিস বিউটি কর্ণার (গড়িয়াহাটা॥ রূপসজ্জা : গোপাল হালদার॥ নৃত্য পরিকল্পনা : মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়॥ প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ মিত্র॥ প্রাথমিক প্রচার : স্বপন ঘোষ॥ পরিচয়লিখন : দিগেন ষ্টুডিও॥ নেপথ্যকণ্ঠে : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়,** নির্মলা মিশ্র ও স্বপ্না হালদার॥ সহকণ্ঠশিল্পী : অসীম চৌধুরী, অজিত চৌধুরী, সুধীন সরকার, আশীষ সেনগুপ্ত, তনয়া ভৌমিক, অমিতা মজুমদার, কল্পনা ব্যানার্জী॥ নৃত্যশিল্পী : তরুণ মুখার্জী, কানাই মজুমদার, কমল ভট্টাচার্য্য, কল্যাণী রায়, দীপ্তি দত্ত, অর্চনা কুণ্ডু, গৌর মালাকার, ছায়া দাশ, শ্যামল চ্যাটার্জী॥ স্থিরচিত্রে : শ্যামল কুণ্ডু।

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : অমিত সরকার, রাণা চক্রবর্তী। শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ॥ সম্পাদনায় : তাপস মুখার্জী॥ আলোকচিত্রে : বিমল চৌধুরী, বিমান দে॥ রূপসজ্জায় : শম্ভু দাস॥ আবহ সংগীত ও শব্দপুনর্যোজনায় : ভোলানাথ সরকার, রবীন চৌধুরী, পাঁচু গোপাল ঘোষ॥ ব্যবস্থাপনায় : রামস্বরূপ পাণ্ডে॥ রসায়নাগারে : অবনী মজুমদার, ফণীভূষণ সরকার, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী॥ আলোকসম্পাতে : হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, সুখরঞ্জন দত্ত, দেবেন দাস, বিনয় ঘোষ, মজনু।

॥ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, নিউ থিয়েটার্স ১নং এবং ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটীতে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত।

হরবোলা : কৃষ্ণপদ গায়েন, শঙ্কর ব্রহ্ম, অসিত সরকার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আবদুল মান্নান খাঁন, অজয় বসু, শম্ভুনাথ রায়, বাবলু রাউত, হৃষীকেশ ব্যানার্জী॥ ন্যাশনাল আর্ট প্রেস॥ বহড়ু শ্যামসুন্দর জিউ বাটী ও বহড়ু-র অধিবাসীবৃন্দ, অনিমা ভরদ্বাজ, বিজয় কুমার আর্য্য, সুশীল কুমার গাঙ্গুলী, শৈব্যা পুস্তকালয়, সুবোধ চক্রবর্তী, গোপাল চন্দ্র পাল॥ দি কমার্শিয়াল প্রেস।

বিশ্ব-পরিবেশনা : **অঙ্গনা সুর সঙ্গম।**

রূপায়ণে : **সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সোমা দে ও সুমিত্রা মুখার্জী** (অতিথি), বিকাশ রায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কুমার, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, মাষ্টার অরিন্দম, দীপ্তি রায়, পদ্মা দেবী, গীতা দে, সুলতা চৌধুরী, অনামিকা সাহা, চন্দ্রলেখা মুখার্জী, কুমারী রুমকী।

তৎসহ : বঙ্কিম ঘোষ, গৌর শী, মণি শ্রীমানী, কেষ্টধন মুখার্জী, অতি দাস, বলাই, জীবন, অজিত, পাঁচু, প্রবীর, পরিতোষ, রাধাকান্ত নন্দী, সন্তোষ, সুবল, অসীম, নিমাই, অজিত, সুজিত, সুদীপ, তরুণ, বড়বাবু, চণ্ডী, কেকা, কাজল, উমা, অর্চনা, শিল্পী, শিখা, মীণা, অর্চনা বল, মঞ্জুশ্রী, লতা, সোমা।

কাহিনী

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ তরুণ ঔপন্যাসিক, অরুণাভ মুখোপাধ্যায় হঠাৎ মানসিক রোগে আক্রান্ত--রোগের কারণ, পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি তাকে পীড়া দিচ্ছে। এই সূত্রে হঠাৎ তার জীবনে লেখার অনুরাগিনী রূপার আবির্ভাব ঘটলো। রূপা তাকে নিয়ে গেল তার দেশের গ্রাম লক্ষীপতিপুরে। সেখানে রাজা রুদ্রনারায়ণের ভাঙ্গা প্রাসাদের অদৃশ্য আকর্ষণে অরুণাভকে টেনে নিয়ে গেল। সেই প্রাসাদে একটা ছেঁড়া অস্পষ্ট তৈলচিত্র দেখে অরুণাভ বিদ্যুৎ স্পর্শের মত অচৈতন্য হয়ে গেল। তারপর ?

অরুণাভ ফিরে গেল দু'শো বছর আগেকার সামন্ত তান্ত্রিক এক পরিবেশে।

রাজা প্রতাপ নারায়ণের উভয়জাত রাণী পদ্মাবতীর সন্তান রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে কমলা বাঈয়ের সন্তান শঙ্করনারায়ণের অদ্ভুত মিল। কমলা বাঈয়ের মৃত্যুর পর শঙ্কর ফিরে এসেছে প্রতাপ নারায়ণের কাছে। আত্মভোলা সঙ্গীতপ্রিয় শঙ্কর আশ্রয় পেয়েছে সঙ্গীতমহলে ওস্তাদজীর কাছে।

প্রতাপ নারায়ণের পত্নী রাণী পদ্মাবতীর ক্রুর দৃষ্টিতে শঙ্করের আসল পরিচয় চাপা রইল না। ফলে, একটার পর একটা চেষ্টা করতে লাগলেন পদ্মাবতী, শঙ্করকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে। কিন্তু এতে বিপরীত ফল হল। ঘটনাচক্রে এর ফলশ্রুতি প্রতাপনারায়ণের মৃত্যু। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে।

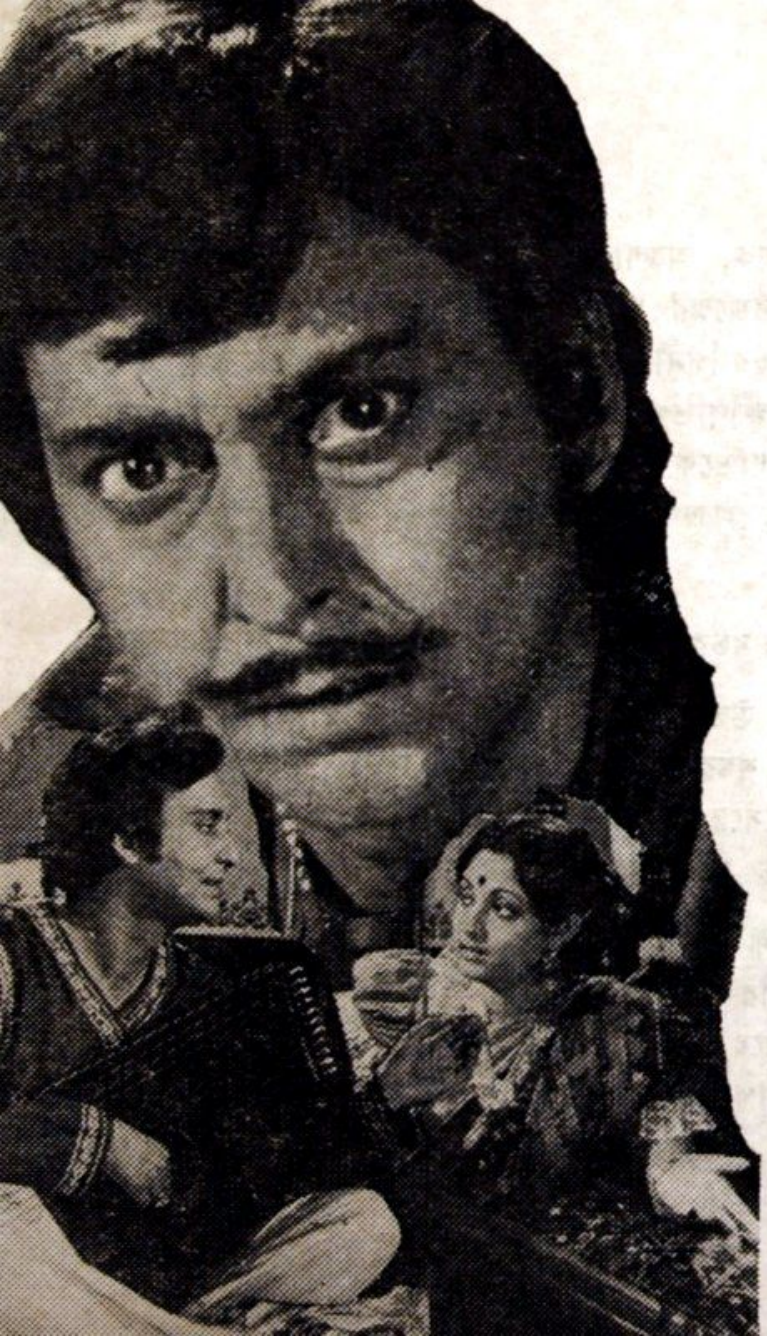

এদিকে এষ্টেটের দেওয়ান হরগোবিন্দের কন্যা রঞ্জিতা রুদ্রনারায়ণের বাগদত্তা হলেও মনেপ্রাণে সে আত্মভোলা সঙ্গীতপাগল শঙ্করকে ভালবাসে।

কিন্তু শঙ্কর তার নিজের জন্মসূত্র সম্বন্ধে সচেতন তাছাড়াও রুদ্রের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের দাম তাকে যে কোন আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছে।

ফলে রঞ্জিতার সাথে রুদ্রের বিয়ে হয়ে গেল। সেই উপলক্ষে সংগীত মহলে কানপুরের সোহিনীবাঈ এসে হাজির হলো। শঙ্করের সঙ্গীত প্রতিভায় সোহিনী মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালবেসে ফেললো।

এদিকে বিয়ে হবার পরও শঙ্করকে রঞ্জিতার ভালবাসা প্রাসাদে টানতে লাগলো। শেষপর্য্যন্ত সংগীত শিক্ষাগ্রহণের অজুহাতে, শঙ্করকে রঞ্জিতার সান্নিধ্যে আসতেই হলো। ফলে প্রাসাদের আনাচে কানাচে তাদের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা নিয়ে চাপা গুঞ্জন উঠলো। রুদ্রনারায়ণ একদিন রঞ্জিতা আর শঙ্করকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখতে পেয়ে সন্দেহে জলে উঠলো। তারপর ?

তারপর কি হোল জানতে হলে সপরিবারে ছবিটি দেখার আমন্ত্রণ রইলো।

(১)

কণ্ঠ—আরতী মুখোপাধ্যায়।

যেখানেই তুমি থাকো—জেনে রেখো
—আমি আছি
বুক ভরা ভালোবাসায়
—কাছাকাছি
কথা দাও—ফিরে চাও—বলে যাও
তুমি ফিরে আসবে
মরণের সীমানা পেরিয়ে—
চিরদিন আমায় ভালোবাসবে
চেনা নামে নাই চেনো
চেনা সুরে ডেকে যাবো
কিছু ব্যথা—কিছু স্মৃতি
অভিমান-এ রেখে যাবো
কথা দাও—ফিরে চাও — বলে যাও
তুমি ফিরে আসবে
রণের সীমানা পেরিয়ে
চিরদিন আমায় ভালবাসবে।
ত আশা—যত তৃষ্ণা
ভাঙা বুকে কেঁদে মরে
ারা যদি দাবী নিয়ে
আঁখি জলে সেধে মরে
থা দাও—ফিরে চাও—বলে যাও
তুমি ফিরে আসবে
রণের সীমানা পেরিয়ে
চিরদিন আমায় ভালবাসবে।

(২)

কণ্ঠ—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

আহত পাখী কি করে গাহিবে গান
র বুকের রুধিরে—দিন হ'লো অবসান
তার শূণ্য নীড়ে—হাহাকার কেউ শোনেনা
র পথ চেয়ে ওগো কেউ আর দিন গোনেনা
তার করুন উদাস অসহায় ভীরু প্রাণ
কি করে গাহিবে গান
তার বুকের রুধিরে—দিন হ'লো অবসান।
তার থর থর ঠোঁটে
এক ফোঁটা জল কে দেবে
তার বিদায়ের ব্যথা
সমব্যথী হয়ে কে নেবে
তার চোখের আঁধার চারিধার করে ম্লান
কি করে গাহিবে গান
তার বুকের রুধিরে দিন হলো অবসান।

(৩)

হোক্কা করাঙ্গা করাঙ্গা ঢোক্কা ডারাঙ্গা ডারাঙ্গা—

মেয়েরা : হুলো রে হুলো—
তোর কানে তুলো, তোর পিঠে কুলো।
রে তুই রাঙামুলো,
ভেবেছিলি হাড়ি খেয়ে পড়বি এবার সটকে
তোর পৈতেটা যে
বিয়ের ফাঁসে দিল তোকে লটকে
হোক্কা করাঙ্গা…

(আই), ম্যাঁও ম্যাঁও মেনী,
তোর চাঁদ মুখটা দেখিনী,
ওটা ল্যাজ না তোর বেণী ওরে আয়না দেখিনী,
লেবু কেন করিস তেঁতো চটকে আর চটকে,
এই পৈতেটাকে সইতে না যায়
কাঁপ কাঠি তোর ছটকে।
হক্কা করাঙ্গা…

কথা : আরে থাম্ থাম্ থাম্ থাম্।
বাকি কথা শুনলে পরে ভুলবি
বাপের নাম।

এই গুড়ুম শুনেই দুড়ুম করে ভুললিরে বজ্জাতি—

সকলে : এখন ছাদনা তলায় মালা ঘোরা
বিড়াল তপস্বী

গুঁতোর ঠেলায় কাছাগলায় করনা হবিষ্যি
এক প্যাঁচেতেই পালটি খেয়ে নাগর গেল পটকে।
সকলে : দেখলি তো ফল জলটা ঘোলা
করিস কেন ঘোঁটকে।
আরে যা যা যা যা—
আরে যা যা যা যা—
আস্তা কুড়ের ছাই সরিয়ে আশকাঁটা তুই থা।
আমি যদি হুলো তবে তুই হোলি তার মেনী
তবে কেন থাকিস দূরে
আয় বুকে টেনেনি।

(৪)

কণ্ঠ :—মান্না দে।

কেন ডাকো মিছে পাপিয়া
ভুলে গেছে তোমারে পিয়া
তুমি ডাকিলে কেমনে থাকি বলো
নয়নের বারি চাপিয়া
তুমি একা আর আমি একা
ভুলো না
দু'জনার ব্যথা একবার করো
তুমি তুলনা
ভেবে দেখো
তুমি জেনে রেখো—নিশি ভোর হবে
আলোর পদ্ম আবার ফুটবে সুদূর নভে
জেনো আবার এ প্রেম
হবে উজল
সাথীহারা রাতি জাপিয়া
কেন ডাকো মিছে পাপিয়া
ভুলে গেছে তোমারে পিয়া।

(৫)

কণ্ঠ :—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কারা মঞ্জীর ঝংকার,
নিশীথ আঁধারে চলে অভিসারে,
বাঁশি বুঝি ভেঙেছে আবার।
কদম কেশরে পথ গেছে ঢাকি
মাধবী মালতী আছে মেলি আখি
নাচে মন ময়ূর আমার।

(৬)

কণ্ঠ :— সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

আজ এই রাত জলসার রাত
সোহাগেরি রাত - দুজনেরি রাত—
আঁখিতে কাজল আঁকি,
পিয়া নাম লিখে রাখি,
রূপেরই প্রদীপ জ্বেলে শরমে আঁচল ঢাকি
ভালোবাসার এরাত - গজলের রাত
বেহিসাবী রাত, নেশা-মেশা রাত—
প্রথম দেখাতে হয়েছি তোমার—
আঁধারে এনেছো আলোর জোয়ার
রঙে রঙে গন্ধে
উজল আনন্দে
প্রেমেরই কমল ফুটেছে এবার
কিসেরই এত যে দ্বিধা
বোঝে না এ ইশারাকি,
এসো গো ভ্রমর বধু,
পিয়াসা মেটাবে না কি ?
পিয়াসা মেটাবে না কি
আঁখিতে.....(২)

(৭)

কণ্ঠ :—হেমন্ত কুমার।

তরীর নাম জীবন তরী
ভব নদী নদীর নাম
আমি, ভালোবাসায় এলাম গেলাম
ভালোবাসা না পেলাম
এই তরী এমন ভাঙ্গা তরী
বলে নি তো কেউ

এই নদীর জলে জোয়ার আনে
চোখের জলের ঢেউ
আগে, বলেনি তো কেউ
আমায়, কেউ দিলো না কূলের খবর
অকূলে তাই হারালাম
আমি হাজার জনম - হাজার মরণ
এমনি করে পার হলাম
এই, আসা যাওয়া এরই মাঝে
কত না দিন ফুরায় সাঁঝে
কান পেতে যে এপাড় শোনে
ঐ পাড়ে কার বাঁশি বাজে
আমার আশা আর নিরাশা
মনকে যতই বোঝালাম
ততই আমার অবুঝ এমন
বিনাদামে বিকলাম।

(৮)

কণ্ঠ :—মান্না দে ও আরতী মুখার্জ্জী।
আ - আ - আ - আ - আ—
আ - আ - আ - আ—
জীবন মরণের সাথী
জীবন মরণের সাথী
ও আমারই গান
তুমি আমারই অশ্রুসিক্ত স্বরলিপি
মহিলা : জীবন মরনের সাথী
ও আমারই গান
তুমি আমারই অশ্রুসিক্ত স্বরলিপি
জীবন মরনের সাথী
পুরুষ : জীবন মরনের সাথী
জীবন মরনের সাথী
মহিলা : আমি বেঁধে যাই প্রাণের বীণা
সুরে সুরে তব ছন্দ লীলা
দিবস যামিনী ক্লান্তি হীনা
ব্যথা বিজড়িত উদাসীনা
আ - আ - আ—
আমি বেঁধে যাই প্রাণের বীণা
সুরে সুরে তব ছন্দ লীলা
দিবস যামিনী ক্লান্তি হীনা
ব্যাথা বিজড়িত উদাসীনা
নি - রে - গা। রে - মা - গা—
মহিলা : পা - মা - গা। রে - মা - ধা—
পুরুষ : নি - ধা - মা - রে। রে - নি
মহিলা : গা - রে - নি - পা। রে - সা
ধা - নি - রে - মা। নি - রে - মা—
রে - নি - ধা - মা। রে - নি - সা
জীবন মরনের সাথী
পুরুষ : ওগো, অন্তর ভরা বেদনা
মহিলা : আ - আ - বেদনা - বেদনা—
অন্তর ভরা বেদনা
মম, অন্তরে বসি কেঁদোনা
তুমি স্বপ্ন আমারি চেতনা
পুরুষ মহিলা : আনো ঝংকার মুখরিত শুভরাতি
জীবন মরনের সাথী
ও আমারই গান
তুমি আমারই অশ্রুসিক্ত স্বরলিপি
জীবন মরণের
জীবন মরণের
জীবন মরণের সাথী।

পরবর্তী আকর্ষণ

বিশু মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত :

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

অমর কাহিনী

কয়লা কুঠির দেশ

চিত্রনাট্য ও গীত রচনা :

শ্যামল গুপ্ত

পরিচালনা :

সুশীল মুখার্জী

সংগীত :

মানবেন্দ্র

একটি রোমহর্ষক, রহস্যঘন, রুদ্ধনিঃশ্বাস ছবি—

সরোজিনী প্রোডাকসন নিবেদিত :

নিরঞ্জন দাস প্রযোজিত

পুতুল ঘর

শ্রেষ্ঠাংশে :

উৎপল দত্ত, বসন্ত চৌধুরী, অনিল চ্যাটার্জী
দীপংকর দে, তরুণ কুমার, জ্ঞানেশ মুখার্জী,
মাধবী মুখার্জী, সুমিত্রা মুখার্জী, গীতা দে, পদ্মা দেবী

কাহিনী-চিত্রনাট্য-গীত : **শ্যামল গুপ্ত**

পরিচালনা : **অমিত সরকার**

সংগীত পরিচালনা : **শ্রীঅনুপম**

অঙ্গনা সুর সঙ্গম, ৬এ, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ কর্তৃক মুদ্রিত।